বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিস্‌ডিকশান)

রিভিউ পিটিশন নং ১৬/২০১৪.

শিরোনামঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২(২) অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুযায়ী একটি রীট মোকদ্দমা।

এবং

পক্ষগনঃ

প্রকল্প প্রধান (জেনারেল ম্যানেজার) ইউএমসি জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী

.....দরখাস্তকারী।

-বনাম-

প্রিয়তোষ সাহা এবং অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট মোঃ জহুরুল ইসলাম মুকুল

.....দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট পুরবী রানী শর্মা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

..... প্রতিপক্ষ পক্ষে।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী
এবং
বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

শুনানী ঃ ১১.০১.২০১৮, ৩১.০১.২০১৮
এবং রায় প্রদান ঃ ০১.০২.২০১৮।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

রীট পিটিশন নং ৩২৪৭/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৭.২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারী কর্তৃক রিভিউ (Review) বা রায় পুনরীক্ষণ বা রায়-পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র রুলটি ইস্যু করা হয়েছিল।

অত্র রুলটি নিস্পত্তিকল্পে, মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এই যে,

অত্র ১নং প্রতিপক্ষ, প্রিয়তোষ সাহা, একজন স্থায়ী শ্রমিক, এডহক ভিত্তিতে ইউএমসি জুট মিলস লিমিটেড এর ইউএমসি আদর্শ স্কুলের জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে বিগত ইংরেজী ১৭.১০.১৯৮৭ তারিখে যোগদান

করেন। পরবর্তীতে, বিগত ইংরেজী ১২.০১.১৯৮৯ তারিখে তার নিয়োগ স্থায়ী করা হয়। অতঃপর অত্র দরখাস্তকারী বিগত ইংরেজী ২৯.০৮.২০১০ তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে ১ নং প্রতিপক্ষকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, বিগত ইংরেজী ২৯.০৯.২০১০ তারিখে তিনি ৫৭ বৎসর পূর্ণ করবেন এবং আইনানুযায়ী অবসরে যাবেন। অত্র দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৯.০৮.২০১০ তারিখের নোটিশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে অত্র ১ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী হয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) মোতাবেক রীট পিটিশন নং ৩২৪৭/২০১১ দাখিল করে রুল প্রাপ্ত হন। অতঃপর উপরিল্লিখিত রীট পিটিশন নং ৩২৪৭/২০১১ সহ অন্য আরও ৩৭টি রীট পিটিশনে প্রদত্ত রুলসমূহ অত্র বিভাগ কর্তৃক একত্রে শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৭.০৭.২০১৩ তারিখে চুড়ান্ত করা হয়। অতঃপর দরখাস্তকারী বিগত ইংরেজী ০৭.০৭.২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্তে বর্ণিত কারণে রিভিউ দরখাস্ত দাখিল করে অত্র রুলটি প্রাপ্ত হন।

জনাব জহিরুল ইসলাম মুকুল দরখাস্তকারী পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন যে, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের কর্মচারী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ মোতাবেক ১নং প্রতিপক্ষ প্রিয়তোষ সাহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী এবং প্রিয়তোষ সাহার পদবি সহকারী শিক্ষক প্রবিধানমালা, ১৯৯০ এর তফসিলভূক্ত। প্রিয়তোষ সাহা শ্রমিক নন। প্রবিধানমালা, ১৯৯০ এর ৫৪ ধারা মোতাবেক The Public Servant Retirement Act, 1974 এর বিধান বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন এর সকল কর্মচারী কর্মকর্তার জন্য প্রযোজ্য এবং বাধ্যকর। তৎপ্রেক্ষিতে তার অবসরে যাওয়ার বয়স The Public Servant Retirement Act, 1974 মোতাবেক ৫৭ নির্ধারিত। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, ১নং প্রতিপক্ষ উপরিল্লিখিত প্রবিধানমালা গোপন করে নিজেকে ইউএমসি জুট মিলস লিঃ এর শ্রমিক হিসেবে ঘোষণা করে উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশ বেআইনীভাবে হাসিল করেন। The Public Servant Retirement Act, 1974 মোতাবেক ১নং প্রতিপক্ষ ৫৭ বছর পর্যন্ত চাকুরী করার অধিকারী। সে কারণে তর্কিত অবসর আদেশটি আইনসম্মত ছিল।

এডভোকেট মুকুল তার যুক্তিতর্কের সমর্থনে *আঃ রহমান বনাম বাংলাদেশ (১বিএলসি-১৯৯৬) পাতা-৪৫৩)* এবং *খান মোঃ রুহুল আমীন বনাম চেয়ারম্যান লেবার কোর্ট অব খুলনা (৫১ ডিএলআর ১৯৯৯ পাতা-৩৪৭), সিনিয়র ম্যানেজার মেসার্স দোসা টেক্সটাইল মিলস লিঃ বনাম সুধাংসু বিকাশ নাথ (৪০ ডিএলআর (এডি)(১৯৮৮) পাতা-৪৫* মোকদ্দমা সমূহ উপস্থাপন করেন।

রিভিউ দরখাস্ত এবং এর সাথে সংযুক্ত প্রদর্শনী পর্যালোচনা করলাম। দরখাস্তকারীর আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শুনলাম এবং সংশ্লিষ্ট আইনের সিদ্ধান্তগুলো বিবেচনা করলাম।

দেওয়ানী প্রকৃতির অধিকার আদায়ের নিমিত্তে যে কার্যধারা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাকে দেওয়ানী কার্যক্রম বলে। ফৌজদারী প্রকৃতির অধিকার আদায়ের নিমিত্তে যে কার্যধারা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাকে ফৌজদারী কার্যক্রম বলে। কোন আদালতের কার্যধারা কিংবা কার্যক্রম দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারি প্রকৃতির তা নির্ভর করে সে আদালতের কার্যক্রমের বিষয় বস্তুর তথা বিচার্য বিষয়ের উপর। দেওয়ানী প্রকৃতির অধিকার আদায়ের জন্য গৃহীত কার্যক্রম দেওয়ানী কার্যক্রম।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর আওতায় কতিপয় আদেশ ও নির্দেশনা দানের সরাসরি ক্ষমতা সংবিধানে হাইকোর্ট বিভাগকে প্রদান করেছে। এই এখতিয়ার মূল প্রকৃতির। হাইকোর্ট বিভাগ ইহা সরাসরি প্রয়োগ করে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) নিম্নরূপঃ

১০২। (১) --------

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) ----------

(৪)---------

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (২)(ক)(অ) এর আওতায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক কোন কার্য হতে বিরত রাখার জন্য (Prohibition) এবং করণীয় কার্য করার জন্য (Mandamus) নির্দেশ প্রদান এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (২) (ক)(অ) এর আওতায় কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে এবং উহার কোন কার্যকারিতা নাই মর্মে ঘোষণা করার (Certiorari) আদেশ প্রদান এবং কোন সরকারি পদে আসীন বা অধীন বলে বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদার অধিষ্ঠানের দাবী করছেন তাহা প্রদর্শনের (quo warranto) নির্দেশ প্রদান হলো হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়ানী প্রকৃতির/মূল এখতিয়ার।

অপরদিকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(অ) এর আওতায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রহরায় আটক কোন ব্যক্তিকে আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে আটক রাখা হয় নাই মর্মে সন্তুষ্টির নিমিত্তে প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উহার হাইকোর্ট বিভাগের সম্মুখে উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান (habeas corpus) হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারী প্রকৃতির/মূল এখতিয়ার।

হাইকোর্ট বিভাগের উপরিল্লিখিত মূল এখতিয়ারভুক্ত দেওয়ানী প্রকৃতির সকল কার্যক্রম ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি দ্বারা পরিচালিত হবে। দেওয়ানী কার্যবিধির নবম ভাগ হাইকোর্ট বিভাগ সংক্রান্তে। কার্যবিধির 'নবম ভাগ' নিম্নরূপঃ

Part 1X
Special Provisions Relating to
[High Court Division]

***116**. This part applies only to [High Court Division].*

***117**. Save as provided in this part or in Part X or in Rules, the provisions of this Code shall apply to [High Court Division].*

***118**. Where the [High Court Division] considers it necessary that a decree passed in the exercise of its original civil jurisdiction should be executed before the amount of the costs incurred in the suit can be ascertained by taxation, the Court may order that the decree shall be executed forthwith, except as to so much thereof as relates to the costs;*

and, as to so much thereof as relates to the costs, that the decree may be executed as soon as the amount of the costs shall be ascertained by taxation.

***119**. Nothing in this Code shall be deemed to authorise any person on behalf of another to address the Court in the exercise of its original civil jurisdiction, or to examine witnesses except where the Court shall have, in the exercise of the power conferred by its charter authorised him so to do, or to interfere with the power of the [High Court Division] to make rules concerning advocates.*

***120**. (1) The following provisions shall not apply to the [High Court Division] in the exercise of its original civil jurisdiction, namely, sections 16, 17 and 20.*

(2) [Omitted]

নবম ভাগ

হাইকোর্ট বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ বিধান

***১১৬।** এই খন্ডের বর্ণিত বিধানসমূহ কেবল হাইকোর্ট বিভাগের প্রতি প্রযোজ্য।*

***১১৭।** এই খন্ড, দশম খন্ড বা বিধিসমূহে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এই বিধির সমস্ত বিধান হাইকোর্ট বিভাগের জন্য প্রযোজ্য।*

***১১৮।** হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করেন যে, স্বীয় মৌলিক দেওয়ানী এখতিয়ারবলে প্রদত্ত কোন ডিক্রি সংশ্লিষ্ট মামলার ব্যয় নির্ধারণের পূর্বেই জারি করা প্রয়োজন, তবে হাইকোর্ট বিভাগ এইরূপ আদেশ দিতে পারবেন যে, উক্ত ডিক্রির যেই অংশ মামলার ব্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই অপরাপর অংশ অবিলম্বে জারি করা হউক; এবং ডিক্রির যেই অংশ মামলার ব্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা মামলার ব্যয় নির্ধারিত হওয়ার অব্যবহিত পর জারি করা চলবে।*

***১১৯।** অত্র বিধির কোন বিধানবলে কোন ব্যক্তি আদালতে উহার মৌখিক দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগকালে অপরের পক্ষে বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে না, অথবা আদালত উহার চার্টার অনুসারে ক্ষমতা প্রদান করলে কেউ অপরের পক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করতে পারবে না, অথবা এডভোকেট সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের ব্যাপারে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার বিরোধিতা করতে পারবে না।*

***১২০।** (১) হাইকোর্ট বিভাগ উহার মৌলিক দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগকালে কার্যবিধির ১৬, ১৭ ও ২০ ধারায় বর্ণিত বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে না।*

(২) বাদ।

উপরিল্লিখিত দেওয়ানী কার্যবিধির নবম ভাগ পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমায় আদেশ নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৭ ধারা মোতাবেক নবম খন্ড, দশম খন্ড বা বিধিসমূহে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি দ্বারা পরিচালিত হবে। অর্থাৎ দেওয়ানী কার্যবিধির ১২০ ধারা মোতাবেক দেওয়ানী কার্যবিধির ১৬, ১৭ ও ২০ ধারায় বর্ণিত বিধান সমূহ ব্যতিত এবং কার্যবিধির ১২২ ধারা মোতাবেক হাইকোর্ট

বিভাগের জন্য প্রণীত বিধি তথা ***Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Rules, 1973 (Amended upto date November 2012)*** *বিধান সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ দেওয়ানী প্রকৃতির অধিকার আদায়ের সকল কার্যক্রম ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী পরিচালিত করবে।*

অর্থাৎ কোন কার্যধারা বা কার্যক্রম দেওয়ানী আদালতে কিংবা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগে, যে আদালতেই দায়ের করা হউক না কেন, দেওয়ানী প্রকৃতির অধিকার আদায়ের নিমিত্তে দায়ের করা সকল মোকাদ্দমার কার্যধারা বা কার্যক্রম ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি দ্বারা পরিচালিত হবে।

যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগের সকল দেওয়ানী কার্যক্রম ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির নবম খন্ড, দশম খন্ড বা বিধিসমূহ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে পরিচালিত হবে সেহেতু হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ এর বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি ধারা ১১৪ এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম (১) মোতাবেক রিভিউ বা পুনর্বিবেচনা দরখাস্ত দাখিল করতে আইনগত হকদার।

যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ এর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৪ এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম (১) মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল করতে উপযুক্ত সেহেতু দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৪ এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম (১) পর্যালোচনার দাবি রাখে। উক্ত ধারা এবং আদেশ নিম্নে অবিকল অনুখিলন হলোঃ

> *114. Subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved-*
>
> *(a) by a decree or order from which an appeal is allowed by this Code, but from which no appeal has been preferred,*
>
> *(b) by a decree or order from which no appeal is allowed by this Code, or*
>
> *(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes,*

May apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order, and the Court may make such order thereon as it thinks fit.

Order XLVII

Review

1. (1) Any person considering himself aggrieved-

(a) By a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,

(b) By a decree or order from which no appeal is allowed,

(c) By a decision on a reference from a Court of Small Causes,

and who, ***from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him,*** *may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.*

(2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review.

"2. An application for review of a decree or order of a Court, not being [the High Court Division], upon some ground other than the discovery of such new and important matter or evidence as is referred to in rule 1 or the existence of a clerical or arithmetical mistake or error apparent on the face of the decree, shall be made only to the Judge who passed the decree or made the order sought to be reviewed; but any such application may, if the Judge who passed the decree or made

the order has ordered notice to issue under rule 4, sub-rule (2), proviso (a), be disposed of by his successor."

"3. The provisions as to the form of preferring appeals shall apply, mutatis mutandis, to applications for review."
4.----------
"5. Where the Judge or Judges, or any one of the Judges, who passed the decree or made the order, a review of which is applied for, continues or continue attached to the Court at the time when the application for a review is presented, and is not or are not precluded by absence or other causes for a period of six months next after the application from consideration the decree or order to which the application refers, such Judge or Judges or any of them shall hear the application, and no other Judge or Judges of the Court shall hear the same."

"6. (1) Where the application for a review is heard by more than one Judge and the Court is equally divided, the application shall be rejected.
(2) Where there is a majority, the decision shall be according to the opinion of the majority."
7.----------

8.----------

পুনরীক্ষণ বা পুনর্বিচার (review) এবং রায় পুনরীক্ষণ বা রায় পুনর্বিবেচনা (review of judgment) বিষয়ে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও আনিসুজ্জামান এর সংকলন ও সম্পাদনায় প্রনীত আইন-শব্দকোষ বইয়ে বলা হয়েছে যে,

"review n. পুনরীক্ষণ, পুনর্বিচার বি. কোনো অধস্তন আদালত, কর্মকর্তা বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত কোনো আদালত অথবা উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা করিবার এবং তাহা অনুমোদন, পরিবর্তন বা বাতিল করিবার ক্ষমতা। ইহা সংবিধিদ্বারা প্রদত্ত একটি কার্যক্রম। দেওয়ানি কার্যবিধির ১১৪ ধারা ও ৪৭ আদেশের ১ নিয়ম-অনুসারে, আদালত প্রদত্ত কোনো আদেশ বা ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে ওই আদালতে তাহা পুনরীক্ষণের জন্য সংক্ষুব্ধ পক্ষ আবেদন করিতে পারেন এবং ওই আদালতে তাহা বিবেচনা করিয়া যেরূপ সমীচীন মনে করেন সেরূপ আদেশ দিতে পারেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৯ ধারা অনুসারে, রায় দস্তখত করিবার পর কোনো আদালত করণিক ভুল সংশোধন করা ব্যতীত তাহা পরিবর্তন বা পুনরীক্ষণ করিতে পারেন না।

Review of judgment রায়-পুনরীক্ষণ, রায়- পুনর্বিবেচনা ১৮৭৭ সালের তামাদি আইনের ১৭৯(৩) ধারায় ব্যবহৃত 'review of judgment' পরিশব্দটি উক্ত আইনের কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। পরিশব্দটি ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্যবিধিতে যে অর্থে

ব্যবহৃত হইয়াছে, তামাদি আইনেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা 'review of decree'র সহিত পরস্পরবিনিময়ার্হরূপে ব্যবহৃত হয়, ফলে যে ডিক্রি সংশোধনের জন্য রায়-সংশোধন আবশ্যক হয় না, তাহা রায়-পুনরীক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৭ আদেশের ১ নিয়মের (১) উপনিয়ম- অনুসারে, কোনো ব্যক্তি (ক) যে- ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা চলে, কিন্তু আপিল দায়ের করা হয় নাই, এইরূপ কোনো ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা; (খ) যে-ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে না, এইরূপ কোনো ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা; অথবা (গ) স্বল্প-এখতিয়ার আদালতের রেফারেন্স সম্পর্কে প্রদত্ত সিদ্ধান্তদ্বারা, সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের সন্ধান লাভ করেন, যাহা মামলার ডিক্রি হওয়ার পূর্বে সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার জ্ঞাতসারে আসে নাই অথবা তাহা আদালতে উপস্থাপন করিতে পারেন নাই, সেই কারণে, অথবা নথিপত্রে কোনোরূপ ভুলভ্রান্তি থাকার দরুন, অথবা অন্য কোনো সংগত কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশ পুনরীক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে উক্ত ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশ পুনরীক্ষণ করিবার জন্য যে- আদালতকর্তৃক উক্ত ডিক্রি বা আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেই আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।''

উপরিল্লিখিত ধারা এবং আদেশ পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত পরিস্কার যে, শুধুমাত্র নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সাক্ষ্য উৎঘাটিত হলে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক যথাযথ প্রচেষ্টা নেওয়া সত্ত্বেও উক্ত নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সাক্ষী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না হেতু বিচারিক আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা নথি দৃষ্টে স্পষ্ট কোন ভুল বা ভ্রান্তি প্রতীয়মান হলে অথবা অন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণে যে আদালত রায় ও আদেশ প্রদান করেছে উক্ত আদালতে পুনঃবিবেচনা বা রিভিউ দরখাস্ত দাখিল করা যাবে।

হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এর মূল এখতিয়ার (Original jurisdiction) বিষয়ে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে রায়-পুনরীক্ষন বা রায়-পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা সম্পর্কে তামাদি আইন, ১৯০৮ এর প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১৬২ বলা হয়েছে। তামাদি আইন, ১৯০৮ এর প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১৬২ মোতাবেক রিভিউ (Review) বা রায়-পুনরীক্ষন বা রায়-পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা ২০(বিশ) দিন। উক্ত তামাদি সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে রিভিউ দরখাস্ত দাখিল করা যায় না।

মোকদ্দমার চুড়ান্ত নিস্পত্তির নিশ্চয়তা প্রদান করার উদ্দেশ্যে তামাদী আইনের, ১৯০৮ এর প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ, ১৬১,১৬২ এবং ১৭৩-এ প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে স্মল কজেস কোর্ট এবং হাইকোর্ট বিভাগের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ (Review) বা রায়-পুনরীক্ষন বা রায় পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন দরখাস্ত আদালত গ্রহণ করবে না। যদি রিভিউ দাখিল করার এ ধরনের সময় বেধে দেওয়া না হতো তাহলে এর মানে হতো একটি রায় কখনই চুড়ান্ত হতে পারবে না।

বর্তমান মামলায় রীট পিটিশন নং ৩২৪৭/২০১১-এ বিগত ইংরেজী ০৭.০৭.২০১৩ তারিখে রায় ও আদেশ প্রদত্ত হয়। দরখাস্তকারী অত্র রিভিউ দরখাস্তটি এফিডেভিট করেন বিগত ইংরেজী ০৭.০৯.২০১৪ তারিখে। অর্থাৎ তর্কিত রায় ও আদেশ এর ৪২৫ দিন পর অত্র রিভিউ (Review) বা রায়-পুনরীক্ষন বা রায় পুনর্বিবেচনার দরখাস্তটি দাখিল করা হয়।

যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এর মূল এখতিয়ার (Original jurisdiction) প্রয়োগের মাধ্যমে যে রায় প্রদান করেন উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ রিভিউ (Review) বা রায় পুনরীক্ষণ বা রায়-পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা ২০ (বিশ) দিন সেহেতু উক্ত সময়সীমার ৪০৫ দিন পর অত্র দরখাস্তকারীর অত্র রিভিউ (Review) বা রায় পুনরীক্ষণ বা রায়-পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত আইনে অনুমিত নয় তথা আইন দ্বারা বারিত।

দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৪ এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম (১) মোতাবেক কোন আদালতের ডিক্রি ও আদেশের রিভিউ (Review) বা রায়-পুনরীক্ষন বা রায় পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত একমাত্র সে আদালতেই দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ যে আদালত ডিক্রি ও আদেশ দিয়েছেন সে আদালতের ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ (Review) বা রায় পুনরীক্ষণ বা রায়-পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত একমাত্র সে আদালতেই দায়ের করতে হবে।

স্বীকৃত মোতাবেক বিগত ইংরেজী ০৭.০৭.২০১৩ তারিখের তর্কিত রায় ও আদেশটি প্রদান করেছেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি এ,কে,এম, জহিরুল হক এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সেহেতু আদেশ ৪৭ নিয়ম (১) মোতাবেক অত্র রিভিউ (Review) বা রায় পুনরীক্ষণ বা রায়-পুনর্বিবেচনার দরখাস্তটি

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি এ, কে,এম, জহিরুল হক এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে দায়ের করা আইনসম্মত ছিল।

কিন্তু নথিদৃষ্টে এটা প্রতিয়মান যে, অত্র দরখাস্তকারী অত্র রিভিউ দরখাস্ত দাখিলের নিমিত্তে সংযুক্তির ফটোকপি সহকারে এফিডেভিট করার অনুমতি বিগত ইংরেজী ০৪.০৯.২০১৪ তারিখে বিচারপতি নাইমা হায়দার এবং বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থেকে গ্রহণ করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ০৭.০৯.২০১৪ তারিখে দরখাস্তকারী উক্ত রিভিউ দরখাস্তটি এফিডেভিট করেন এবং বিগত ইংরেজী ০৯.১২.২০১৪ তারিখে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে রিভিউ দরখাস্তটি দাখিল করে শুনানী অন্তে অত্র রুলটি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ দরখাস্তকারী দেওয়ানী কার্যবিধি ধারা ১১৪ এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম (১) মোতাবেক সঠিক আদালতে তথা রায় প্রদানকারী আদালতে তথা বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি এ,কে,এম, জহিরুল হক এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে মামলাটি দায়ের করেন নাই।

রিভিউ দরখাস্ত দাখিল করা যায় মূলতঃ দুটি শর্তের উপর ভিত্তি করে। প্রথম শর্ত নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের আবিস্কার এবং দ্বিতীয় শর্ত হল আপত দৃষ্টিতে মামলার নথিপত্রে ভুল প্রতীয়মান হওয়া। বর্তমান মামলায় দরখাস্তকারী তার রিভিউ (Review) দরখাস্তে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের এবং নথি পত্রের কোন ভুল উপস্থাপন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সার্বিক বিচার বিশ্লেষনে এবং মামলার নথিপত্র ও সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনায় আমাদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, দরখাস্তকারীর অত্র রিভিউ বা রায়-পুনরীক্ষন বা রায় পুনর্বিবেচনার দরখাস্তটি তামাদিতে বারিত, আইনে অনুমোদনহীন আদালতে দাখিলকৃত এবং নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্তের প্রমাণ বিহীন বিধায় অত্র রুলটি খারিজযোগ্য। রুলটি অবশ্যই খারিজ হবে।

অতএব,

আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

বিচারপতি জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরী

আমি একমত।